Bangla-বাংলা

৩০টি নির্বাচিত হাদীস

যাদুত তালিবীন থেকে সংকলিত: তালিবদের জন্য পাথেয়

মুফতি আশিক ইলাহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর রচনা

প্রথম বই زاد الطالبين

সূচিপত্র

ভূমিকা 4
হাদিস ১ 11
হাদিস ২ 12
হাদিস ৩ 13
হাদিস ৪ 14
হাদিস ৫ 15
হাদিস ৬ 16
হাদিস ৭ 17
হাদিস ৮ 18
হাদিস ৯ 19
হাদিস ১০ 20
হাদিস ১১ 21
হাদিস ১২ 22
হাদিস ১৩ 23
হাদিস ১৪ 24
হাদিস ১৫ 25
হাদিস ১৬ 26
হাদিস ১৭ 27
হাদিস ১৮ 28
হাদিস ১৯ 29
হাদিস ২০ 30
হাদিস ২১ 31
হাদিস ২২ 32
হাদিস ২৩ 33
হাদিস ২৪ 34
হাদিস ২৫ 35

হাদিস ২৬ 36
হাদিস ২৭ 37
হাদিস ২৮ 38
হাদিস ২৯ 39
হাদিস ৩০ 40
হাদীস সংকলন ১–৩০ 41
হাদিস ১ 41
হাদিস ২ 41
হাদিস ৩ 41
হাদিস ৪ 42
হাদিস ৫ 42
হাদিস ৬ 42
হাদিস ৭ 43
হাদিস ৮ 43
হাদিস ৯ 44
হাদিস ১০ 44
হাদিস ১১ 44
হাদিস ১২ 45
হাদিস ১৩ 45
হাদিস ১৪ 45
হাদিস ১৫ 46
হাদিস ১৬ 46
হাদিস ১৭ 46
হাদিস ১৮ 47
হাদিস ১৯ 47
হাদিস ২০ 48
হাদিস ২১ 48

হাদিস ২২ 49
হাদিস ২৩ 50
হাদিস ২৪ 50
হাদিস ২৫ 51
হাদিস ২৬ 51
হাদিস ২৭ 52
হাদিস ২৮ 52
হাদিস ২৯ 53
হাদিস ৩০ 53
হাদীস ১–৩০ এর সূত্রসমূহ 54

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

আজকের ব্যস্ত জীবনে অনেক মানুষের জন্য ইসলামি শিক্ষা অর্জনের জন্য যথাযথ সময় বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। স্কুল বা কর্মস্থলে দীর্ঘ সময় কাটানো, পারিবারিক দায়িত্ব এবং জীবনের দ্রুতগতির কারণে নিয়মিত দ্বীনি পড়াশোনার জন্য খুব অল্প সময়ই অবশিষ্ট থাকে।

অনেক সময় একজন মানুষ আন্তরিকভাবে শিখতে চায়, কিন্তু দিন দ্রুত কেটে যায় এবং নিয়মিত থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই অনেক মুসলমান এমন কিছু খুঁজে থাকেন যা সংক্ষিপ্ত, সহজ এবং যেখান থেকে সহজেই উপকার পাওয়া যায়।

এই কারণেই আমরা সংক্ষিপ্ত কিছু হাদিসের একটি সংকলন প্রস্তুত করেছি, যা পড়তে সহজ, বুঝতে সহজ এবং যেগুলো থেকে সহজেই উপকার লাভ করা যায়।

এই কিতাবটিকে বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে।যাতে জীবনে যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন, সবার জন্য প্রয়োজনীয় ইসলামি জ্ঞান সহজে পৌঁছে দেওয়া যায়।

এই হাদিসগুলোর নির্বাচন করা হয়েছে সুপরিচিত কিতাব (যাদুত্-তালিবীন) থেকে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য সম্মানিত আলিম ও শিক্ষক শাইখ মুফতি মুহাম্মদ আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে প্রণীত।

তিনি মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহে বসবাস করতেন, বিংশ শতাব্দীর বহু শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামকে পাঠদান করেছেন। এবং মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহর এই পবিত্র নগরীতেই তিনি তাঁর স্রষ্টার নিকট প্রত্যাবর্তন করেছেন।

কিতাব যাদুত্-তালিবীন তার মূল্যবান বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছে মিশকাতুল মাসাবীহ থেকে, যেখানে এমন সব হাদিস উপস্থাপন করা হয়েছে যা স্পষ্ট, সহজবোধ্য এবং হিদায়াতে পরিপূর্ণ।

এগুলো কোনো সাধারণ শিক্ষা নয়। এগুলো আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বরকতময় বাণী, যা প্রত্যেক মুমিনের জন্য নূর, রহমত ও প্রজ্ঞা বহন করে।

প্রতিটি হাদিস আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের পথে জীবন পরিচালনার একটি বাস্তব দিকনির্দেশনা। এই মহিমান্বিত বাণীগুলো ভালোবাসার সাথে গ্রহণ করা, হৃদয়ে ধারণ করা এবং আমলে রূপ দেওয়ার জন্যই বলা হয়েছে; কারণ এগুলো ঈমানকে লালন করে, চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে একজন মুমিনকে আল্লাহ তাআলার আরও নিকটবর্তী করে।

প্রতিটি পাঠ একটি মাত্র পৃষ্ঠায় সাজানো হয়েছে, যাতে একজন ব্যক্তি প্রতিদিন একটি করে হাদিস পড়তে পারেন এবং এক মাসের মধ্যে সব ত্রিশটি হাদিস সম্পন্ন করতে পারেন।

এই সহজ বিন্যাসটি ব্যক্তি, পরিবার ও মাদরাসার শিক্ষার্থীদের জন্য ধীরে ধীরে ও সহজভাবে শেখার সুযোগ করে দেয়।

একটি চলমান ধারাবাহিক সিরিজের প্রথম কিতাব। আমাদের উদ্দেশ্য হলো যাদুত্-তালিবীন এর শৈলী অনুসরণ করে ত্রিশটি হাদিস করে বহু ছোট ছোট কিতাব সংকলন করা।

উদ্দেশ্য হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর সংক্ষিপ্ত, মূল্যবান ও হৃদয়স্পর্শী বাণীগুলো উপস্থাপন করা, যা অন্তরে প্রভাব ফেলে, চিন্তা–ভাবনাকে উৎসাহিত করে এবং দ্বীন শেখার প্রতি আরও গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করে।

ব্যাখ্যাগুলো সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্যভাবে লেখা হয়েছে, যাতে সবাই উপকৃত হতে পারেন। তবে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য আমরা যোগ্য কোনো আলিম বা মুফতির সঙ্গে এই হাদিসগুলো অধ্যয়ন করার পরামর্শ দিই। তাঁদের দিকনির্দেশনা বিষয়বস্তুকে আরও স্পষ্ট করে, প্রজ্ঞা যোগ করে এবং আমাদের উলামায়ে কিরামের সমৃদ্ধ ধারার সঙ্গে একটি গভীর সংযোগ সৃষ্টি করে।

এই কাজটি সংগ্রহ, টাইপ করা, সম্পাদনা ও প্রস্তুত করতে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, যাঁরা এই কিতাবটি পাঠ করবেন, তাঁরা যেন আমাদেরকে, আমাদের শিক্ষকগণকে। আমাদের পরিবারবর্গকে এবং এই কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিজেদের দুআয় স্মরণ রাখেন।

আমরা দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে ইস্তিকামত দান করেন, আমাদের অন্তরগুলোকে তাঁর ইলমের ভালোবাসায় ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে দেন, এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং এটিকে হিদায়াত, উপকার ও তাঁর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বানান। আমীন।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে তাঁর রাসূল ﷺ এর সুন্দর শিক্ষাসমূহের দ্বারা ধন্য করেছেন। নবী ﷺ এর বাণীগুলো শব্দে সংক্ষিপ্ত হলেও গভীর অর্থে পরিপূর্ণ। যে ব্যক্তি সেগুলো পড়ে ও মুখস্থ করে, সে নূর লাভ করে; আর যে ব্যক্তি সেগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনে ও অধ্যয়ন করে, সে অন্তরে প্রশান্তি খুঁজে পায়।

আমরা এই কিতাবটি এমনভাবে সাজিয়েছি, যাতে প্রতিটি পৃষ্ঠায় একটি হাদিস, তার আরবি পাঠ, বাংলা অনুবাদ এবং সহজ বোঝার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা থাকে। উদ্দেশ্য হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই শিক্ষাগুলোকে প্রত্যেক পাঠকের জন্য সহজ ও সহজলভ্য করে তোলা।

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি যেন এই প্রচেষ্টাকে খালিস নিয়তে কবুল করেন, গ্রহণযোগ্য বানান এবং আমাদের সকলের জন্য কল্যাণের মাধ্যম করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পরম ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

সব কাজই নিয়তের উপর নির্ভর করে। আর প্রত্যেক মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পায়। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর জন্য, তার হিজরত আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর দিকেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত দুনিয়ার কোনো লাভের জন্য বা কোনো নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যের দিকেই গণ্য হবে, যেটার জন্য সে হিজরত করেছে।

এই হাদিসটি প্রতিটি কাজে খাঁটি ও আন্তরিক নিয়তের গুরুত্ব শিক্ষা দেয়।

কোনো আমল তখনই আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হয় এবং সওয়াবের যোগ্য হয়, যখন তা একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। নিয়ত খাঁটি না হলে সেই আমলের কোনো মূল্য থাকে না।

ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে এই হাদিসটি আরও দুইটি হাদিসের সাথে মিলে ইসলামের ভিত্তি গঠন করে।

এক ব্যক্তির একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করা হয়, যে একজন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিল। সেই নারীর নাম ছিল উম্মু কাইস। এই ঘটনা আমাদের দেখায়, কীভাবে নিয়ত সহজেই মিশ্রিত হয়ে যেতে পারে।

এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রতিটি কাজে শুধু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই নিয়ত খাঁটি রাখা কতটা জরুরি।

নিয়ত হলো হৃদয়ের বিষয়। নিয়তের মাধ্যমেই বোঝা যায় একজন মানুষ কোন কাজটি করছে, যেমন নামাজ, রোজা বা দান, এবং সে কাজটি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করছে নাকি মানুষকে দেখানোর জন্য করছে।

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য খাঁটি মনে করা কোনো আমল দুনিয়ার উদ্দেশ্য মিশ্রিত আমলের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। ইবাদতের কাজে যদি সামান্য পরিমাণ দেখানো বা লোক দেখানোর নিয়ত ঢুকে পড়ে, তাহলে সেই আমল কবুল নাও হতে পারে।

উলামায়ে কেরাম ব্যাখ্যা করেছেন যে কিছু আমলে বারবার নিয়ত নতুন করে ঠিক করা প্রয়োজন। যেমন শিক্ষা দেওয়া, কুরআন তিলাওয়াত করা, দান করা এবং অন্যান্য ইবাদত। কারণ এসব কাজে মাঝে মাঝে দুনিয়াবি উদ্দেশ্য ঢুকে পড়তে পারে, তাই নিয়ত খাঁটি রাখা খুব জরুরি।

যদি কোনো ব্যক্তি নিজে তা চায়নি বা উদ্দেশ্য করেনি, তবুও সে প্রশংসা পেয়ে যায়, তাহলে তা নিন্দনীয় নয়।

নবী ﷺ এ ধরনের প্রশংসাকে মুমিনের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আগাম সুসংবাদ বলে উল্লেখ করেছেন।

উলামায়ে কেরাম আরও পরামর্শ দিয়েছেন যে কিতাব ও ইলমের কাজ এই হাদিস দিয়ে শুরু করা উচিত। এতে পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়, যেন তারা পড়া ও শেখার সময় নিজেদের নিয়ত নতুন করে ঠিক করে নেয়।

এই বর্ণনা থেকে আমরা আরও শিখি যে ঘুমানো, খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম করা ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজও ইবাদত হয়ে যায়, যদি কেউ এসব কাজ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করার শক্তি অর্জনের নিয়তে করে।

হাদিস ১

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

আদ্-দীনুন নাসীহাহ্

দ্বীন হলো আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতা।

ইসলামে সত্য ঈমানের একটি বড় চিহ্ন হলো আন্তরিক হওয়া। একজন মুসলমান অন্যদের জন্য ভালো চায়, খাঁটি মন নিয়ে কাজ করে এবং কাউকে ধোঁকা দেয় না। এই হাদিসে ‘নসীহাহ’ শব্দটি এসেছে। এর অর্থ শুধু উপদেশ দেওয়া নয়। এর ভেতরে আছে খাঁটি নিয়ত, সত্য কথা বলা এবং মানুষকে সঠিক পথে সাহায্য করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এই আন্তরিকতা আল্লাহ তাআলার জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূল ﷺ এর জন্য, মুসলমানদের নেতা এবং সব মুসলমানের জন্য হতে হবে।

হাদিস ২

الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ

আদ্-দু'আউ মুখ্খুল 'ইবাদাহ্

দু'আ হলো ইবাদতের মূল।

দু'আ মানুষকে আল্লাহ তাআলার কাছে নিয়ে যায়। যখন কেউ দু'আ করে, তখন সে আল্লাহ তাআলার আদেশ মানে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।" দু'আ মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে সব প্রয়োজন শুধু আল্লাহ তাআলাই পূরণ করতে পারেন। এতে মানুষের হৃদয়ে বিনয় আসে এবং ঈমান মজবুত হয়।

হাদিস ৩

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

আল-মারউ মা'আ মান আহাব্বা

মানুষ কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে, যাকে সে ভালোবাসে।

এই হাদিসটি আমাদের শেখায় যে মানুষের ভালোবাসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন সে তার সাথেই থাকবে। যদি কেউ নেককার, আল্লাহভীরু মানুষদের ভালোবাসে, তাদের পথকে পছন্দ করে এবং অন্তরে তাদের প্রতি সম্মান রাখে, তাহলে তার আমল কম হলেও সে তাদের সঙ্গ লাভের আশা রাখতে পারে। আবার যদি কেউ গুনাহগার ও আল্লাহকে ভুলে থাকা লোকদের ভালোবাসে, তাদের পথকে অনুসরণ করে বা তাদের প্রতি টান অনুভব করে, তবে সে নিজেও সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ে। তাই এই হাদিস আমাদেরকে শেখায় যে নিজের হৃদয়কে সঠিক মানুষের ভালোবাসার সাথে যুক্ত রাখা খুবই জরুরি।

হাদিস ৪

الأَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

ধীরতা ও সংযম আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, আর তাড়াহুড়া শাইতানের পক্ষ থেকে হয়।

শান্তভাবে কাজ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তাড়াহুড়া করা শয়তানের পক্ষ থেকে।

এই হাদিসটি আমাদের শেখায় যে কাজকর্মে ধীরতা, স্থিরতা ও ভেবে–চিন্তে অগ্রসর হওয়া আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি নেয়ামত। আর অযথা তাড়াহুড়া করা, না ভেবে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও উত্তেজনায় কাজ করা শাইতানের প্ররোচনা। তাড়াহুড়ায় মানুষ সহজেই ভুল করে ফেলে, কিন্তু ধীরভাবে কাজ করলে ভুল থেকে বাঁচা যায় এবং কাজে বরকত আসে। তাই দুনিয়ার কাজ হোক বা দ্বীনের কাজ, একজন মুমিনের উচিত ধৈর্য ও শান্তভাবে এগিয়ে চলা।

হাদিস ৫

الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ

আল-মাজালিসু বিল-আমানাহ্

মজলিসসমূহ আমানত।

এই হাদীস আমাদের শেখায় যে কোনো বৈঠক বা মজলিসে যা কথা হয়, তা গোপন রাখার আমানত। সেখানে শোনা কথা অন্যের কাছে বলা, বা তা ভুলভাবে ব্যবহার করা বিশ্বাসভঙ্গের শামিল। তাই মুসলমানের উচিত মজলিসের আমানত রক্ষা করা এবং সতর্ক থাকা।

হাদিস ৬

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

আল-হায়াউ শু'বাতুম মিনাল ঈমান

লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।

লজ্জা মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে এবং ভালো কাজে আগ্রহী করে। যে ব্যক্তি জানে আল্লাহ তাআলা তাকে দেখছেন, সে খারাপ কথা ও কাজ থেকে নিজেকে বাঁচায়। তাই যার অন্তরে লজ্জা আছে, তার ঈমানও শক্ত থাকে।

হাদিস ৭

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا

আহাব্বুল বিলাদি ইলাল্লাহি মাসাজিদুহা, ওয়া আবগাদুল বিলাদি ইলাল্লাহি আসওয়াকুহা

আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদসমূহ, আর সবচেয়ে অপছন্দের স্থান হলো বাজারসমূহ।

মসজিদে আল্লাহ তাআলার ইবাদত, যিকর ও ভালো কাজ বেশি হয়, তাই তা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয়।

বাজারে অনেক সময় মিথ্যা কথা, প্রতারণা ও গুনাহের সুযোগ থাকে, তাই আল্লাহ তাআলা এসব স্থান অপছন্দ করেন।

এই হাদিস আমাদের শেখায় যে মসজিদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় রাখতে হবে এবং বাজারে থাকলেও সততা ও আল্লাহভীতি বজায় রাখতে হবে।

হাদিস ৮

الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيمٌ

আল-মু'মিনু গিররুন কারীমুন ওয়াল-ফাজিরু খাব্বুন লাঈমুন

মুমিন সহজ-সরল ও সম্মানিত, আর পাপী ধোঁকাবাজ ও নীচ।

একজন প্রকৃত মুমিন আন্তরিকতা ও সততার সাথে জীবন যাপন করে এবং সবসময় আখিরাতের কথা মনে রাখে। তার স্বভাব নরম, খোলা মনের এবং দানশীল হয়। সে নিজের হৃদয় সন্দেহে ভরে রাখে না। এই কারণে কখনো কখনো মানুষ তার সরলতার সুযোগ নিতে পারে। তবে এই সরলতা তার ভালো মন এবং আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসার পরিচয় দেয়।

অন্যদিকে গুনাহগার ব্যক্তি ধোঁকা ও চালাকির মধ্যে জীবন কাটায়। সে কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না, কারণ তার নিজের হৃদয় অবিশ্বাসে ভরা থাকে। তার আচরণ কঠোর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায়। এতে বোঝা যায়, গুনাহ ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি তার হৃদয়কে অন্ধকার করে দিয়েছে।

হাদিস ৯

الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আল-যুলমু যুলুমাতুন ইয়াওমাল কিয়ামাহ

জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে যাবে।

জুলুম মানে অন্যায় করা ও কারো হক নষ্ট করা। যে ব্যক্তি মানুষের ওপর জুলুম করে, তার হৃদয় দুনিয়াতেই অন্ধকার হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন এই জুলুম শাস্তির অন্ধকার রূপে প্রকাশ পাবে। তাই একজন মুমিন ন্যায় ও দয়ার সাথে চলার চেষ্টা করে, যেন আখিরাতে সে আলো ও নিরাপত্তা পায়।

হাদিস ১০

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

আদ্-দুনিয়া সিজনুল মু'মিনি ওয়া জান্নাতুল কাফির

এই দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত।

একজন মুমিন জানে যে আসল ও স্থায়ী জীবন আখিরাতে। তাই সে দুনিয়াতে নিজের ইচ্ছা ও নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে চলে, যেন আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট না হন। এই কারণে দুনিয়া তার কাছে কারাগারের মতো মনে হয়।

আর যে আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তার কাছে দুনিয়াই সবকিছু। সে দুনিয়ার আনন্দেই ডুবে থাকে। এই হাদিস আমাদের শেখায় যে প্রকৃত শান্তি ও মুক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে এবং আখিরাতেই রয়েছে।

হাদিস ১১

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى

আল-ইয়াদুল ‘উলইয়া খাইরুম মিনাল ইয়াদিস্-সুফলা

দেওয়ার হাত নেওয়ার হাতের চেয়ে উত্তম।

এই হাদিস আমাদের দানশীল হতে শেখায়। যে ব্যক্তি অন্যকে দেয়, সে আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি প্রিয়। দেওয়া মানে শুধু টাকা নয়, সময়, সাহায্য ও ভালো ব্যবহারও এর অন্তর্ভুক্ত।

অন্যের প্রয়োজন পূরণ করতে পারা নিজেই আল্লাহ তাআলার একটি বড় নেয়ামত। তাই একজন মুমিন চেষ্টা করে নেওয়ার হাত না হয়ে দেওয়ার হাত হতে, যেন সে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

হাদিস ১২

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

আত্-তুহূরু শাত্রুল ঈমান

পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।

পবিত্রতা মানে শরীর, কাপড় ও জায়গা পরিষ্কার রাখা। নামাজ আদায় করার জন্য পবিত্র থাকা জরুরি। ওযু করার মাধ্যমে শরীর পরিষ্কার হয় এবং ছোট গুনাহ মাফ হয়।

এই হাদিস আমাদের শেখায় যে একজন মুমিন বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে নিজের হৃদয় ও চরিত্রও পরিষ্কার রাখে।

হাদিস ১৩

الجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ

আল-জারাসু মাজামীরুশ্-শাইতান

ঘণ্টা শাইতানের বাঁশি।

এই হাদিসে বোঝানো হয়েছে যে ঘণ্টার শব্দ মানুষের মনকে আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে বিচলিত করে। এর লাগাতার শব্দ মনোযোগ নষ্ট করে এবং হৃদয়কে উদাসীন করে তোলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শেখান যে একজন মুমিন তার কান ও মনকে এমন জিনিস থেকে রক্ষা করবে, যা তাকে আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

হাদিস ১৪

الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

আত-তাঈমুশ শাকিরু কাস-সাঈমিস সাবির

যে ব্যক্তি খেয়ে আল্লাহর শুকর করে, সে রোজা রেখে ধৈর্য ধরার মতো সওয়াব পায়।

কৃতজ্ঞ ব্যক্তি খাবার শুরু করে আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে এবং শেষে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে। সে প্রতিটি নিয়ামতের জন্য হৃদয় থেকে শুকর আদায় করে।

আর যে ব্যক্তি রোজা রাখে, সে ধৈর্য ধরে এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকে যা রোজা ভেঙে দেয়।

এই হাদিস আমাদের শেখায় যে কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য—দুটিই আল্লাহ তাআলার কাছে সুন্দর ও প্রিয় গুণ। যদিও রোজার সওয়াব বেশি, তবুও কৃতজ্ঞভাবে খাওয়া ব্যক্তিকেও সম্মান দেওয়া হয়েছে, কারণ সে খাওয়ার আগে ও পরে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে।

হাদিস ১৫

البَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِيْءٌ مِّنَ الْكِبْرِ

আল-বাদিই বিস্-সালামি বারীউম মিনাল কিবর

যে আগে সালাম দেয়, সে অহংকার থেকে মুক্ত।

সালাম দিয়ে কথা শুরু করা বিনয় ও ভালো চরিত্রের পরিচয়। যে ব্যক্তি নিজে আগে সালাম দেয়, সে নিজের অন্তর থেকে অহংকার দূর করে।

এই অভ্যাস মানুষে মানুষে ভালোবাসা বাড়ায়, সম্পর্ক মজবুত করে এবং মুসলমানদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করে। তাই একজন মুমিন চেষ্টা করে সবার আগে সালাম দিতে, যেন সে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয় হতে পারে।

হাদিস ১৬

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ

আস-সিওয়াকু মাতহারাতুল লিল-ফামি মারদাতুল লির-রব্বি

মিসওয়াক মুখ পরিষ্কার করে এবং আল্লাহকে খুশি করে।

মিসওয়াক ব্যবহার করলে মুখ পরিষ্কার থাকে এবং নিঃশ্বাস ভালো হয়। আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। তাই মিসওয়াক ব্যবহার করা তাঁর সন্তুষ্টির কারণ হয়।

এটি একটি ছোট সুন্নত আমল হলেও এর মাধ্যমে একজন মুসলমান দুনিয়া ও আখিরাত উভয় দিক থেকেই উপকার লাভ করে।

হাদিস ১৭

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

আল-মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমূনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি

সত্য মুসলমান সে, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্যরা নিরাপদ।

এই হাদিস শেখায় যে প্রকৃত মুসলমান সে, যে কাউকে কষ্ট দেয় না। তার কথা দিয়ে সে মানুষকে আঘাত করে না এবং তার কাজ দিয়েও সে কারো ক্ষতি করে না।
একজন মুমিন তার কথা ও আচরণে সাবধান থাকে, যেন তার কারণে কেউ দুঃখ না পায়। এভাবেই সে আল্লাহ তাআলার পছন্দের চরিত্র গড়ে তোলে এবং সমাজে শান্তি বজায় রাখে।

হাদিস ১৮

الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَّكَ أَوْ عَلَيْكَ

আল-কুরআনু হুজ্জাতুল লাকা আও আলাইকা

কুরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী হবে।

যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে, বোঝে এবং তার নির্দেশ অনুযায়ী জীবন চালায়, কিয়ামতের দিন কুরআন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

আর যে ব্যক্তি কুরআনকে অবহেলা করে এবং তার কথা অনুযায়ী আমল করে না, কুরআন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

এই হাদিস আমাদের শেখায় যে কুরআন শুধু পড়ার জন্য নয়, বরং জীবনে মানার জন্য।

হাদিস ১৯

الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِّنْ جَلِيْسِ السُّوءِ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِّنَ الْوَحْدَةِ، وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ، وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ

আল-ওয়াহদাতু খাইরুম মিন জালিসিস্-সু'ই,
ওয়াল-জালিসুস্-সালিহু খাইরুম মিনাল ওয়াহদাহ,
ওয়া ইমলাউল খাইরি খাইরুম মিনাস্-সুকূত,
ওয়াস্-সুকূতু খাইরুম মিন ইমলাআইশ্-শার্

খারাপ সঙ্গীর চেয়ে একা থাকা উত্তম। আর একা থাকার চেয়ে ভালো সঙ্গী উত্তম। ভালো কথা বলা নীরব থাকার চেয়ে উত্তম। আর নীরব থাকা মন্দ কথা বলার চেয়ে উত্তম।

এই হাদিস আমাদের সঙ্গ ও কথাবার্তার গুরুত্ব শেখায়। খারাপ মানুষের সাথে থাকার চেয়ে একা থাকা ভালো, কারণ খারাপ সঙ্গ মানুষকে গুনাহের দিকে টেনে নেয়। তবে নেক ও ভালো মানুষের সঙ্গ একা থাকার চেয়েও উত্তম, কারণ ভালো সঙ্গ ঈমান মজবুত করে।

এছাড়া, ভালো ও উপকারী কথা বলা খুব মূল্যবান। কিন্তু যদি ভালো কথা না থাকে, তাহলে চুপ থাকা উচিত। মন্দ কথা বলার চেয়ে নীরব থাকাই একজন মুমিনের জন্য ভালো।

হাদিস ২০

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ

আত-তাইবু মিনাজ্-যামবি কামান লা যামবা লাহু

যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে তওবা করে, সে এমন হয়ে যায় যেন তার কোনো গুনাহই ছিল না।

যখন কেউ সত্য মন থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করে এবং গুনাহ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করেন। তখন তার আগের গুনাহ মুছে যায়।

এই হাদিস আমাদের আশা দেয় যে যত বড় ভুলই হোক, সঠিকভাবে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে পরিষ্কার ও পবিত্র করে দেন।

হাদিস ২১

الْاِقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيْشَةِ، وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ

আল-ইকতিসাদু ফিন নাফাকাতি নিসফুল মাঈশাহ,
ওয়াত-তাওয়াদ্দুদু ইলান নাসি নিসফুল আকল,
ওয়া হুসনুস সুয়ালি নিসফুল ইলম

খরচে সংযম অবলম্বন করা জীবিকার অর্ধেক, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা বুদ্ধির অর্ধেক, আর ভালোভাবে প্রশ্ন করা জ্ঞানের অর্ধেক।

এই হাদিস আমাদের জীবনের ভারসাম্য শেখায়। খরচে সংযম থাকলে জীবন সহজ ও স্থির থাকে। মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করলে সম্পর্ক সুন্দর হয় এবং বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পায়। আর সঠিক ও ভদ্রভাবে প্রশ্ন করলে জ্ঞান বাড়ে। একজন মুমিন এসব গুণ গ্রহণ করে তার জীবনকে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ করে তোলে।

হাদিস ২২

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ،

وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ

আল-কাইয়িসু মান দানা নাফসাহু ওয়া ‘আমিলা লিমা বা‘দাল মাওত, ওয়াল-‘আজিজু মান আতবা‘আ নাফসাহু হাওয়াহা ওয়া তামান্না ‘আলাল্লাহ

বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে হিসাবের মধ্যে রাখে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করে। আর মূর্খ সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে এবং আল্লাহ তাআলার উপর শুধু আশা করেই বসে থাকে।

এই হাদীস শেখায় যে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা হলো নফসকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে জীবন যাপন করে ও নিজের কাজের পরিণতি স্মরণে রাখে, সে সত্যিকারের বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত থেকে শুধু আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা করে, সে আত্মপ্রবঞ্চনায় পড়ে যায়। হাদীসটি জানিয়ে দেয়—সংযম ও প্রস্তুতিই কল্যাণ আনে, আর খেয়াল-খুশির অনুসরণ শেষ পর্যন্ত অনুতাপ ডেকে আনে।

হাদিস ২৩

الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَّلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَّا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ

আল-মু'মিনু মা'লাফুন ওয়া লা খাইরা ফীমান লা ইয়ালাফু ওয়া লা ইউ'লাফু

মুমিন সেই ব্যক্তি, যে মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে এবং মানুষও তার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। যে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে না এবং মানুষও যার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

এই হাদীস আমাদের জানায় যে একজন মুমিনের স্বভাব হয় সহজ, নম্র ও মানুষের সঙ্গে মানিয়ে চলার মতো। সে মানুষের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং মানুষও তার সান্নিধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। যে ব্যক্তি রূঢ় স্বভাবের হয়ে মানুষ থেকে দূরে থাকে বা মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়, তার মধ্যে প্রকৃত কল্যাণ থাকে না। ইসলামে ভালো চরিত্র ও মানুষের সঙ্গে সুন্দর আচরণকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

হাদিস ২৪

الغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ

আল-গিনাউ ইয়ুনবিতুন নিফাক্বা ফিল-কালবি কামা ইয়ুনবিতুল মাউয্-যার‘আ

গান ও সঙ্গীত হৃদয়ের মধ্যে মুনাফিকি জন্ম দেয়, যেমন পানি ফসলকে জন্ম দেয়।

এই হাদীসটি জানায় যে গান ও সঙ্গীতে অতিরিক্ত মগ্নতা ধীরে ধীরে অন্তরের অবস্থা নষ্ট করে দেয়। যেমন পানি জমিনে বীজকে বড় করে তোলে, তেমনি এ ধরনের আসক্তি হৃদয়ের মধ্যে দ্বিমুখিতা সৃষ্টি করে এবং মানুষকে আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে নিয়ে যায়। তাই একজন মুমিনের উচিত নিজের হৃদয়কে এমন বিষয় থেকে সংরক্ষণ করা, যা তার ঈমানকে দুর্বল করে দেয়।

হাদিস ২৫

التُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ

আত্-তুজ্জারু ইউহ্শারূনা ইয়াওমাল কিয়ামাতি ফুজ্জারান ইল্লা মানিত তাক্বা ওয়া বার্রা ওয়া স্বাদাক্বা

কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে গুনাহগার অবস্থায় উঠানো হবে, তবে তারা ছাড়া যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, ন্যায়ের সঙ্গে লেনদেন করেছে এবং সত্যবাদী ছিল।

এই হাদীসটি সতর্ক করে যে ব্যবসার জগতে গুনাহে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। মিথ্যা, প্রতারণা ও অন্যায় লাভ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তবে যে ব্যবসায়ী আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, ন্যায়ের পথে চলে এবং লেনদেনে সত্যবাদী থাকে, সে এই কঠিন হিসাব থেকে রক্ষা পাবে। এতে বোঝা যায়, ইসলামে ব্যবসা হারাম নয়; বরং সততা ও তাকওয়ার সঙ্গে ব্যবসা করাই কাম্য।

হাদিস ২৬

التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

আত-তাজিরুস সাদূকুল আমীনু মা'আন নাবিয়্যীন ওয়াস-সিদ্দীকীন ওয়াশ্-শুহাদাআ'

সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদদের সঙ্গে থাকবে।

এই হাদীসটি জানায় যে যে ব্যবসা সততা ও আমানতের সঙ্গে করা হয়, তা আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। যে ব্যবসায়ী সত্য কথা বলে, মানুষকে ধোঁকা দেয় না এবং আমানত রক্ষা করে, তাকে কিয়ামতের দিন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের সঙ্গে রাখা হবে। এটি ব্যবসায় সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও ন্যায়ের গুরুত্ব স্পষ্ট করে।

হাদিস ২৭

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

আয়াতুল মুনাফিকি থালাথুন ইযা হাদ্দাছা কাজাবা, ওয়া ইযা ওয়া'আদা আখলাফা,ওয়া ইযা উ'তুমিনা খানা

মুনাফিকের তিনটি লক্ষণ আছে। যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। যখন প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ভঙ্গ করে। আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, সে খিয়ানত করে।

এই হাদীসটি আমাদের সতর্ক করে যে মিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও আমানতে খিয়ানত করা মুনাফিকির লক্ষণ। একজন মুমিনের কথা, কাজ ও দায়িত্বে সত্যতা ও বিশ্বস্ততা থাকা জরুরি। এগুলো রক্ষা করলে ঈমান মজবুত হয় এবং মানুষের আস্থা অর্জিত হয়।

হাদিস ২৮

الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ

আল-কাবাআইরু: আল-ইশরাকু বিল্লাহি, ওয়া ‘উকূকুল ওয়ালিদাইনি, ওয়া কাতলুন নাফসি, ওয়াল-ইয়ামীনুল ঘামূসু

কবিরা গুনাহ হলো আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা।

এই হাদীসটি বড় গুনাহগুলোর কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ তুলে ধরে। আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা সবচেয়ে বড় অপরাধ। পিতা-মাতার অবাধ্যতা, নিরপরাধ প্রাণ হত্যা এবং জেনে-বুঝে মিথ্যা শপথ করা সমাজ ও ব্যক্তির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। একজন মুমিনের উচিত এসব কবিরা গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচানো এবং আল্লাহ তাআলার ভয় ও আনুগত্যের সঙ্গে জীবন যাপন করা।

হাদিস ২৯

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

আল-বির্রু হুসনুল খুলুকি, ওয়াল-ইসমু মা হাকা ফী সাদরিকা, ওয়া কারিহতা আন ইয়াত্তালিয়া আলাইহিন নাস

নেকি হলো উত্তম চরিত্র। আর গুনাহ হলো তা, যা তোমার অন্তরে খচখচ সৃষ্টি করে এবং তুমি অপছন্দ কর যে মানুষ তা জেনে ফেলুক।

এই হাদীসটি জানায় যে সত্যিকারের নেকি শুধু বাহ্যিক আমল নয়, বরং উত্তম চরিত্রের মধ্যেই তার আসল রূপ প্রকাশ পায়। আর গুনাহ এমন কাজ, যা অন্তরে অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং মানুষ জানতে পারলে লজ্জা লাগে। একজন মুমিন নিজের হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে অনেক সময় ভালো ও মন্দ চিনে নিতে পারে। তাই চরিত্র শুদ্ধ করা এবং অন্তরের স্বচ্ছতা রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হাদিস ৩০

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ

আল-খালকু ইয়া-লুল্লাহি ফা-আহাব্বুল খালকি ইলাল্লাহি মান আহসানা ইলা ইয়া-লিহি

সব সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তাআলার কাছে সৃষ্টির মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয়, যে তাঁর ওপর নির্ভরশীলদের সঙ্গে ভালো আচরণ করে।

এই হাদীসটি আমাদের শেখায় যে সব মানুষ আল্লাহ তাআলার দয়া ও সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই যারা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির প্রতি দয়া, সহানুভূতি ও সদাচরণ প্রদর্শন করে, তারা আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক প্রিয় হয়। মানুষের উপকার করা ও তাদের কষ্ট লাঘব করা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

হাদিস ১

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

আদ্-দীনুন নাসীহাহ্

দ্বীন হলো আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতা।

তথ্যসূত্র: মুসলিম

হাদিস ২

الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ

আদ্-দু'আউ মুখ্খুল 'ইবাদাহ্

দু'আ হলো ইবাদতের মূল।

তথ্যসূত্র: তিরমিজি

হাদিস ৩

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

আল-মারউ মা'আ মান আহাব্বা

মানুষ কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে, যাকে সে ভালোবাসে।

তথ্যসূত্র: বুখারি, মুসলিম

হাদিস ৪

الأَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

ধীরতা ও সংযম আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, আর তাড়াহুড়া শাইতানের পক্ষ থেকে হয়।
শান্তভাবে কাজ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তাড়াহুড়া করা শয়তানের পক্ষ থেকে।

তথ্যসূত্র: তিরমিজি

হাদিস ৫

الْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ

আল-মাজালিসু বিল-আমানাহ্
মজলিসসমূহ আমানত।

তথ্যসূত্র: আবু দাউদ

হাদিস ৬

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

আল-হায়াউ শু'বাতুম মিনাল ঈমান
লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।

তথ্যসূত্র: বুখারি, মুসলিম

হাদিস ৭

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا

আহাব্বুল বিলাদি ইলাল্লাহি মাসাজিদুহা, ওয়া আবগাদুল বিলাদি ইলাল্লাহি আসওয়াকুহা

আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদসমূহ, আর সবচেয়ে অপছন্দের স্থান হলো বাজারসমূহ।

তথ্যসূত্র: মুসলিম

হাদিস ৮

الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيمٌ

আল-মু'মিনু গিররুন কারীমুন ওয়াল-ফাজিরু খাব্বুন লাঈমুন

মুমিন সহজ-সরল ও সম্মানিত, আর পাপী ধোঁকাবাজ ও নীচ।

তথ্যসূত্র: আবু দাউদ, তিরমিজি

হাদিস ৯

الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ

আল-যুলমু যুলুমাতুন ইয়াওমাল কিয়ামাহ

জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র: বুখারি

হাদিস ১০

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

আদ্-দুনিয়া সিজনুল মু'মিনি ওয়া জান্নাতুল কাফির

এই দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত।

তথ্যসূত্র: মুসলিম, তিরমিজি

হাদিস ১১

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى

আল-ইয়াদুল 'উলইয়া খাইরুম মিনাল ইয়াদিস্-সুফলা

দেওয়ার হাত নেওয়ার হাতের চেয়ে উত্তম।

তথ্যসূত্র: বুখারি, মুসলিম

হাদিস ১২

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ

আত্-তুহূরু শাত্রুল ঈমান

পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।

তথ্যসূত্র: মুসলিম

হাদিস ১৩

الجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ

আল-জারাসু মাজামীরুশ্-শাইতান

ঘণ্টা শাইতানের বাঁশি।

তথ্যসূত্র: মুসলিম

হাদিস ১৪

الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ

আত-তাঈমুশ শাকিরু কাস-সাঈমিস সাবির

যে ব্যক্তি খেয়ে আল্লাহর শুকর করে, সে রোজা রেখে ধৈর্য ধরার মতো সওয়াব পায়।

তথ্যসূত্র: তিরমিজি, দারিমি

হাদিস ১৫

البَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِيْءٌ مِّنَ الْكِبْرِ

আল-বাদিই বিস্-সালামি বারীউম মিনাল কিবর

যে আগে সালাম দেয়, সে অহংকার থেকে মুক্ত।

তথ্যসূত্র: শু'আবুল ঈমান

হাদিস ১৬

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ

আস-সিওয়াকু মাতহারাতুল লিল-ফামি মারদাতুল লির-রব্বি

মিসওয়াক মুখ পরিষ্কার করে এবং আল্লাহকে খুশি করে।

তথ্যসূত্র: বুখারি (তা'লীকান), নাসাঈ, দারিমি

হাদিস ১৭

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

আল-মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমূনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি

সত্য মুসলমান সে, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্যরা নিরাপদ।

তথ্যসূত্র: বুখারি, মুসলিম

হাদিস ১৮

الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَّكَ أَوْ عَلَيْكَ

আল-কুরআনু হুজ্জাতুল লাকা আও আলাইকা

কুরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী হবে।

তথ্যসূত্র: মুসলিম

হাদিস ১৯

الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِّنْ جَلِيْسِ السُّوءِ، وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِّنَ الْوَحْدَةِ، وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ، وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ

আল-ওয়াহদাতু খাইরুম মিন জালিসিস্-সু'ই,
ওয়াল-জালিসুস্-সালিহু খাইরুম মিনাল ওয়াহদাহ,
ওয়া ইমলাউল খাইরি খাইরুম মিনাস্-সুকূত,
ওয়াস্-সুকূতু খাইরুম মিন ইমলাআইশ্-শার্

খারাপ সঙ্গীর চেয়ে একা থাকা উত্তম। আর একা থাকার চেয়ে ভালো সঙ্গী উত্তম। ভালো কথা বলা নীরব থাকার চেয়ে উত্তম। আর নীরব থাকা মন্দ কথা বলার চেয়ে উত্তম।

তথ্যসূত্র: মুস্তাদরাক, শু'আবুল ঈমান

হাদিস ২০

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ

আত-তাইবু মিনাজ্-যামবি কামান লা যামবা লাহু

যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে তওবা করে, সে এমন হয়ে যায় যেন তার কোনো গুনাহই ছিল না।

তথ্যসূত্র: ইবনে মাজাহ, আল-মু'জামুল কাবীর

হাদিস ২১

الْاِقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيْشَةِ، وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ

আল-ইকতিসাদু ফিন নাফাকাতি নিসফুল মাঈশাহ,
ওয়াত-তাওয়াদ্দুদু ইলান নাসি নিসফুল আকল,
ওয়া হুসনুস সুয়ালি নিসফুল ইলম

খরচে সংযম অবলম্বন করা জীবিকার অর্ধেক, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা বুদ্ধির অর্ধেক, আর ভালোভাবে প্রশ্ন করা জ্ঞানের অর্ধেক।

তথ্যসূত্র: শু'আবুল ঈমান

হাদিস ২২

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ

আল-কাইয়িসু মান দানা নাফসাহু ওয়া ‘আমিলা লিমা বা‘দাল মাওত, ওয়াল-‘আজিজু মান আতবা‘আ নাফসাহু হাওয়াহা ওয়া তামান্না ‘আলাল্লাহ

বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে হিসাবের মধ্যে রাখে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করে। আর মূর্খ সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে এবং আল্লাহ তাআলার উপর শুধু আশা করেই বসে থাকে।

তথ্যসূত্র: তিরমিজি, ইবনে মাজাহ

হাদিস ২৩

الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَّلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَّا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ

আল-মু'মিনু মা'লাফুন ওয়া লা খাইরা ফীমান লা ইয়ালাফু ওয়া লা ইউ'লাফু

মুমিন সেই ব্যক্তি, যে মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে এবং মানুষও তার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। যে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে না এবং মানুষও যার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

তথ্যসূত্র: মুসনাদ আহমাদ, শু'আবুল ঈমান

হাদিস ২৪

الغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ

আল-গিনাউ ইয়ুনবিতুন নিফাক্বা ফিল-কালবি কামা ইয়ুনবিতুল মাউয্-যার'আ

গান ও সঙ্গীত হৃদয়ের মধ্যে মুনাফিকি জন্ম দেয়, যেমন পানি ফসলকে জন্ম দেয়।

তথ্যসূত্র: শু'আবুল ঈমান

হাদিস ২৫

التُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ

আত্-তুজ্জারু ইউহ্শারূনা ইয়াওমাল কিয়ামাতি ফুজ্জারান ইল্লা মানিত তাক্বা ওয়া বার্রা ওয়া স্বাদাক্বা

কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে গুনাহগার অবস্থায় উঠানো হবে, তবে তারা ছাড়া যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, ন্যায়ের সঙ্গে লেনদেন করেছে এবং সত্যবাদী ছিল।

তথ্যসূত্র: তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, দারিমি

হাদিস ২৬

التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

আত-তাজিরুস সাদূকুল আমীনু মা'আন নাবিয়্যীন ওয়াস-সিদ্দীকীন ওয়াশ্-শুহাদাআ'

সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদদের সঙ্গে থাকবে।

তথ্যসূত্র: তিরমিজি, দারিমি, দারাকুতনি

হাদিস ২৭

آيَةُ الْمُنَافِقِ ث ثَلٰثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

আয়াতুল মুনাফিকি থালাথুন ইযা হাদ্দাছা কাজাবা, ওয়া ইযা ওয়া'আদা আখলাফা,ওয়া ইযা উ'তুমিনা খানা

মুনাফিকের তিনটি লক্ষণ আছে। যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। যখন প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ভঙ্গ করে। আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, সে খিয়ানত করে।

তথ্যসূত্র: বুখারি, মুসলিম

হাদিস ২৮

الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ

আল-কাবাআইরু: আল-ইশরাকু বিল্লাহি, ওয়া 'উকূকুল ওয়ালিদাইনি, ওয়া কাতলুন নাফসি, ওয়াল-ইয়ামীনুল ঘামূসু

কবিরা গুনাহ হলো আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা।

তথ্যসূত্র: বুখারি

হাদিস ২৯

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

আল-বির্রু হুসনুল খুলুকি, ওয়াল-ইসমু মা হাকা ফী সাদরিকা, ওয়া কারিহতা আন ইয়াত্তালিয়া আলাইহিন নাস

নেকি হলো উত্তম চরিত্র। আর গুনাহ হলো তা, যা তোমার অন্তরে খচখচ সৃষ্টি করে এবং তুমি অপছন্দ কর যে মানুষ তা জেনে ফেলুক।

তথ্যসূত্র: মুসলিম, তিরমিজি

হাদিস ৩০

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلٰى عِيَالِهِ

আল-খালকু ইয়া-লুল্লাহি ফা-আহাব্বুল খালকি ইলাল্লাহি মান আহসানা ইলা ইয়া-লিহি

সব সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তাআলার কাছে সৃষ্টির মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয়, যে তাঁর ওপর নির্ভরশীলদের সঙ্গে ভালো আচরণ করে।

তথ্যসূত্র: শু'আবুল ঈমান

হাদীস ১–৩০ এর সূত্রসমূহ

হাদীস নম্বর	মিশকাতুল মাসাবীহ	মিরকাতুল মাফাতীহ [১]	মিরকাতে নম্বর [২]	মিরকাতুল মাফাতীহ [২]	মাযাহিরে হক
নিয়ত সম্পর্কে হাদীস	১১	১:৩৯	১	১:১৯২	১:৭৮
১	৪২৩	৯:২২৪	৪৯৬৬	৮:৭০১	৪:৫৪২
২	১৯৪	৫:৩৭	২২৩১	৫:১৩	২:৪৭১
৩	৪২৬	৯:২৫০	৫০০৮	৮:৭৪০	৪:৫৬৪
৪	৪২৯	৯:২৭৯	৫০৫৪	৮:৭৮৫	৪:৫৯৬
৫	৪৩০	৯:২৮৩	৫০৬২	৮:৭৯১	৪:৬০১
৬	১২	১:৭০	৫	১:১৪০	১:৯৬
৭	৬৮	২:১৯২	৬৯৬	২:৪০০	১:৪৯৩
৮	৪৩২	৯:২৯৭	৫০৮৫	৮:৮১২	৪:৬১৩
৯	৪৩৪	৯:৩১৯	৫১২৩	৮:৮৪৬	৪:৬৩৬
১০	৪৩৯	৯:৩৪৭	৫১৫৮	৯:৭	৪:৬৭০
১১	১৬২	৪:১৭৫	১৮৪৩	৪:৩৫১	২:২৩২
১২	৩৮	১:৩১৮	২৮১	২:৫	১:২৭৩
১৩	৩৩৮	৭:৩২৭	৩৮৯৫	৭:৪৪৬	৩:৭৭৯
১৪	৩৬৫	৮:১৮২	৪২০৫	৮:৪০	৪:১০৪
১৫	৪০০	৯:৬৯	৪৬৬৬	৮:৪৫০	৪:৩৬৭
১৬	৪৪	২:৬	৩৮১	২:৯৪	১:৩২৩
১৭	১৫	১:১০৮	৬/৩৩	১:১৪৩/১:১৯৮	১:৯৮
১৮	৩৮	১:৩২০	২৮১	২:৭	১:৬৭৩
১৯	৪১৪	৯:১৬২	৪৮৬৪	৮:৬০২	৪:৪৮১
২০	২০৬	৫:১৫১	২৩৬৩	৫:১৯৬	২:৫৭৩
২১	৪৩০	৯:২৮৬	৫০৬৬	৮:৭৯৫	৪:৬০৪
২২	৪৫১	১০:৪০	৫২৮৯	৯:১৪১	৪:৭৮৩
২৩	৪২৫	৯:২৪৩	৪৯৯৫	৮:৭২৯	৪:৫৫৮
২৪	৪১১	৯:১৩৪	৪৮১০	৮:৫৫৭	৪:৪৫১
২৫	২৪৩	৬:৫৪	২৭৯৯	৬:৪২	৩:৫৮
২৬	২৪৩	২৪৩	২৭৯৬	৬:৪০	৬:৫৩
২৭	১৭	১:১২৫	৫৫	১:২২৫	১:১৪০
২৮	১৭	১:১২২	৫০	১:২২০	১:১৩৬
২৯	৪৩১	৯:২৯১	৫০৭২	৮:৮০৩	৪:৬০৯
৩০	৪২৫	৯:২৪৪	৪৯৯৯	৮:৭৩১	৪:৫৫৯

হাদীসের মান নির্ধারণের নির্দেশিকা

কোনো বর্ণনার শক্তি ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করার জন্য হাদীসের আলিমগণ হাদীসগুলোকে কয়েকটি সুপরিচিত স্তরে বিভক্ত করেছেন। প্রতিটি স্তর সেই হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতার মান নির্দেশ করে।

متفق عليه — মুত্তাফাকুন আলাইহ
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের দ্বারা প্রমাণিত।

صَحِيح — সহীহ
সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য।

حَسَن — হাসান
ভালো ও গ্রহণযোগ্য, তবে সহীহের চেয়ে কিছুটা নিচের স্তর।

حَسَنٌ صَحِيح — হাসান সহীহ
শক্তিশালী; হাসান ও সহীহের মধ্যবর্তী স্তর। ইমাম তিরমিযী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রায়ই এই পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

ضَعِيف — যঈফ
দুর্বল; আকীদাহ বা শরঈ বিধানের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

مُتَوَاتِر — মুতাওয়াতির
বহু স্বাধীন সূত্রের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বর্ণিত।

مَوْضُوع — মওযূ‘
জাল; রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিথ্যাভাবে সম্পৃক্ত।

ভালভাবে লক্ষ্য করুন:

এই কিতাবটি উপকারী জ্ঞান ভাগ করে দেওয়ার আন্তরিক নিয়তে প্রস্তুত করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধতা বজায় রাখা এবং কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে, যেভাবে আমাদের পুণ্যবান পূর্বসূরিগণ তা বুঝেছেন ও অনুসরণ করেছেন।

আমাদের লক্ষ্য হলো বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করা, যাতে তা চিন্তন, আমল এবং আল্লাহ তা'আলার অগণিত নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা সৃষ্টি করে।

কোনো ত্রুটি থাকলে তা আমাদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতার কারণে। আমরা বিনীতভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা ও ভবিষ্যৎ প্রকাশনার জন্য হিদায়াত কামনা করি।

কোনো প্রশ্ন বা পরামর্শের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:

salaamatpublications@gmail.com
Salaamat publications
মাওলানা মুহাম্মদ প্যাটেল